দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

বরিশালে ৪টি সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র মাত্র ৩০ জন

॥ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস ॥

নগরীর ৪টি সরকারী প্রাইমারী স্কুলের মাত্র ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য সরকারকে বছরে কমপক্ষে ১২ লাখ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এর মধ্যে ২টি স্কুলে কোন শিক্ষার্থীই নেই দীর্ঘদিন ধরে। শিক্ষার্থী না থাকায় ঐ ৪টি স্কুলের ১০ জন শিক্ষক এক রকম বসে বসেই বেতনসহ সরকারি সকল ভাতাদি ভোগ করছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশের দু'টি স্থানে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য ২টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল গড়ে তোলা হয়। এর একটি হচ্ছে বরিশাল নগরীর আমির কুটির এলাকায় হরিজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অপরটি প্রতিষ্ঠা করা হয় সিলেটে। কিন্তু হরিজন সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার প্রতি তেমন একটা আগ্রহী নয়। প্রথম পর্যায়ে ঐ সম্প্রদায়ের ১০/১৫টি ছেলে-মেয়েকে ঐ স্কুলের শিক্ষকরা জোরপূর্বক ভর্তি করলেও তারা ঠিকমত ক্লাস করে না। হরিজন পল্লীর ছেলে-মেয়েদের জন্য সখানে স্কুল গড়ে তোলায় সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েরাও সেখানে ভর্তি হতো না। ২/১ জন ভর্তি হলেও ভাল স্কুলে চান্স পেলেই চলে যেত। এখন ঐ হরিজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থীই নেই। হরিজন সম্প্রদায়ের একাধিক ব্যক্তি জানায়, তাদের কাজ আগে। উপার্জন না করলে খাবে কি? আর তাদের ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখে বড় কিছু হতেও পারবে না। এ জন্য তারা স্কুলে ছেলে-মেয়েদের দেয় না। সন্তানদের ৭/৮ বছর বয়স হলেই কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষকরা ঐ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার অনুরোধ জানালে তারা ক্ষিপ্ত হয়। বর্তমানে ঐ স্কুলে দু'জন শিক্ষিকা রয়েছেন। তারা ইচ্ছামত স্কুলে এসে কিছু সময় থেকে চলে যান। মাসিক বেতনের কোন হেরফের হয় না।

একইভাবে নগরীর স্ব-রোডে রয়েছে কালিবাড়ি পি.কে. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৮৪৮ সালে জমিদার কালি প্রসন্ন ঘোষ ঐ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। বড় একটি এলাকা নিয়ে স্কুলটি নির্মাণ করা হলেও পরবর্তীকালে কিছু ব্যক্তি স্কুলের বিশাল জায়গা সরকারের কাছ থেকে নিজ নিয়ে বাসাবাড়ি গড়ে তোলেন। ভাঙাচোরা ঐ স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে। বর্তমানে মাত্র একজন শিক্ষক স্কুলটি পাহারা দিচ্ছেন। একজনও শিক্ষার্থী নেই দীর্ঘদিন ধরে। স্কুল শিক্ষিকা পারভীন সুলতানা জানান, ঐ এলাকায় সরকারী মাতৃমন্দির প্রাইমারী স্কুল, ভাটিখানা সরকারী প্রাইমারী স্কুল, বিনাপানি সরকারি প্রাইমারী স্কুল ও বানিমন্দির সরকারি প্রাইমারী স্কুলসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি কিন্ডার গার্টেন থাকায় এই ভাঙা স্কুলে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে না। তিনি জানান, ইতিপূর্বে স্কুলটি নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার ৩২ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল। কিন্তু ঐ টাকা সেখান থেকে কেটে নিয়ে পূর্ব রূপাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজে লাগানো হয়েছে।

নগরীর ফকিরবাড়ি রোডের ২২ শতাংশ জমির উপর স্থাপিত এ.আর.এস.এম.সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে কাগজে-কলমে ৭৪ জন শিক্ষার্থী থাকলেও ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিদিন হাজির হয় মাত্র ২০ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষক রয়েছে ৪ জন। ২০ বছর পূর্বে ঐ এলাকার শিশুদের জন্য অক্ষয় কুমার নামে এক ব্যক্তি ঐ স্কুলটি তার নিজস্ব জমিতে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এক রেজুলেশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান সিকদারের নাম দেয়া হয়। সেখানে পূর্বে ৭ জন শিক্ষক থাকলেও শিক্ষার্থী না থাকায় ৩টি পদ কেটে দেয়া হয়। ঐ স্কুলের আশ-পাশে আরো দু'টি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা সালমা বেগম জানান, স্কুলটির অবকাঠামো ঠিক করলে শিক্ষার্থী পাওয়া যেত। কিন্তু সে রকম জায়গা না থাকায় অবকাঠামো তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। নগরীর চকবাজার সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়টি ১৯৪৩ সালে নাইট স্কুল হিসেবে চালু করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্কুলটিকে সরকারিকরণ করা হয়। পরে কিন্ডার গার্টেন ও রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ঐ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। তাছাড়া স্কুলটির অবকাঠামো এবং আসবাবপত্র না থাকায় দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩ জন শিক্ষক মাত্র ১০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্কুল চালাচ্ছেন। ঐ ৪টি স্কুলের মত নগরীর আরো বেশ কিছু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই অবস্থা। ৫টি ক্লাসে সামান্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে দায়সারাভাবে স্কুল চালান হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষার মান ভাল হওয়ায় বেসরকারী কিন্ডার গার্টেনগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কে.এম মোসলেহউদ্দিন ইত্তেফাককে জানান, ঐ স্কুলগুলোর সম্পর্কে তারা অবহিত আছেন। স্কুলগুলো বন্ধের জন্য তাদের পক্ষ থেকে উর্ধ্বতন মহলে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে।

বরিশালঃ (উপরে বাম থেকে) হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এ আর এস এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং (নিচে বাম থেকে) চক বাজার সরকারি প্রাইমারী ও পি কে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় -ইত্তেফাক